তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৩৯

**জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় প্রত্যেকে একটি করে গাছ লাগাবেন**

 **-- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর) :

জলবায়ুর পরিবর্তনে ছয় ঋতুর ছন্দ হারিয়ে গেছে। তাই এই ছন্দ ফিরিয়ে আনতে পরিবেশ রক্ষায় প্রত্যেককে অন্তত একটি করে গাছ লাগানোর অনুরোধ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। শিক্ষার্থীদের পছন্দ অনুযায়ী যেখানে খুশি সেখানেই বছরে অন্তত একটি করে গাছ লাগানোরও আহ্বান জানান মন্ত্রী।

আজ রাজধানীর ধানমন্ডির ডাব্লিউভিএ মিলনায়তনে রেডিয়েন্ট বনসাই সোসাইটি আয়োজিত ‘১২তম বার্ষিক বনসাই প্রদর্শনী’ উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘সারাদেশে এখন গাছ লাগানোর একটা চর্চা হচ্ছে। গাছের পরিচর্যাও ভালো অভ্যাস। শরীর ও মনের জন্য ভালো। আমরা সবুজকে ভালোবাসবো, সারাদেশে সবুজের বিস্তৃতি ঘটাবো। গাছ স্বাস্থ্যের জন্য দরকার, পরিবেশের জন্য দরকার।’

দীপু মনি বলেন, ‘পুরো বিশ্বটাতে এই যে জলবায়ু পরিবর্তন, শীতটা ছোট হয়ে গেছে, বর্ষাটা এলামেলো, আর গ্রীষ্মটা ভীষণ রকমভাবে চেপে বসেছে আমাদের ওপরে। এই জলবায়ু পরিবর্তন কারো জন্যই ভালো না। সারা পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হবে, নানা ধরনের রোগ-বালাই হবে। আগে ঋতুর সঙ্গে যে ছন্দটা ছিলো সেই ছন্দ পতন ঘটছে। আমরা যেন আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারি, আর যেন ব্যাঘাত না ঘটে, খারাপ দিকে না যাই, এই জন্য গাছের যত্ন নিতে হবে, সবুজের বিস্তৃতি ঘটাতে হবে। যারা বড় আকারের প্রকৃতিকে ঘরের মধ্যে নিয়ে আসবার নান্দনিকতার চর্চা করেন তাদের প্রতি শুভ কামনা। বনসাই হয়তো বাংলাদেশে শিল্প হিসেবে শক্ত-পোক্ত হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে।’

পরিবেশ রক্ষা ও শিক্ষার্থীর দায়িত্ববোধ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগামী বছর থেকে নতুন যে শিক্ষাক্রম চালু হবে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে, সেই শিক্ষাক্রমে আমরা সব কিছু করে শেখার জায়গাটায় নিয়ে যাচ্ছি। এটির একটি প্রস্তুতি হিসেবে ২০১৯ সাল থেকে প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষায় বেশ কিছু কাজ শুরু করেছিলাম।

এবারের বনসাই প্রদর্শনীর মূল লক্ষ্য সজীব-সতেজ বনসাই শহরের মানুষের কাছে তুলে ধরা। তিন দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রোটারি ইন্টারন্যাশনালের ৩২৮১ ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর ইঞ্জিনিয়ার এম এ ওয়াহাব এবং ডিবিসি নিউজের সম্পাদক প্রণব সাহা।

উল্লেখ্য, প্রদর্শনীতে বিভিন্ন প্রজাতির বনসাই প্রদর্শন করা হচ্ছে। দর্শনার্থীরা চাইলে বনসাই কিনতেও পারবেন। একহাজার থেকে শুরু করে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত মূল্যের বনসাই পাওয়া যাচ্ছে প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনীটি চলবে আগামী ৯ অক্টোবর পর্যন্ত।

#

খায়ের/মোশারফ/সেলিম/২০২২/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪০৩৮

**কারাম উৎসব সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রাণের উৎসব**

 **--খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ (সাপাহার) ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর)

কারাম উৎসব সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রাণের উৎসব। এ উৎসব বরেন্দ্র অঞ্চলকে মিলন মেলায় পরিণত করেছে বলে উল্লেখ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

আজ সাপাহার উপজেলার মদনশিং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে কারাম উৎসব ও মিলন মেলা ২০২২ এ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, কারাম উৎসব আয়োজন নিছক বিনোদনের জন্য করা হয় না। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের পাশাপাশি এটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার বিশেষ উদ্যোগ বলেও উল্লেখ করেন তিনি। আগে ছোট আকারে কারাম উৎসব আয়োজন করা হলেও এখন ব্যাপক পরিসরে আয়োজন হচ্ছে। আট-দশ বছর আগেও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অবস্থা এমন ছিলো না। প্রধানমন্ত্রী তাদের অবস্থার উন্নয়ন করেছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান সরকার দেশের সকল নাগরিকের সুষম উন্নয়নে বিশ্বাসী। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিও সরকারের সুদৃষ্টি রয়েছে। তাদের উন্নয়নে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। কাউকে পিছিয়ে রেখে নয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চান সবাই যেন উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ পায়।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঢাক মাদলের তালে নাচ-গান আর পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, পাহান, মালো, মাতোসহ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতিসত্তার এই প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব
উদ্‌যাপন করা হয়। এতে বিভিন্ন উপজেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৮২টি সাংস্কৃতিক দল তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে। পরে মন্ত্রী নৃত্যানুষ্ঠানে বিজয়ী দলগুলোর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে ভুট্টু পাহানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল খালেক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শাহজাহান হোসেন মন্ডল, পোরশা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ জাকির হোসেন, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের রাজশাহী বিভাগীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক নরেন চন্দ্র পাহান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুল আলম।

#

কামাল/রাহাত/মোশারাফ/লিখন/২০২২/২০০৩ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৩৭

**এদেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না**

 **-পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

বরিশাল, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর) :

 পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্নেল (অব.) জাহিদ ফারুক বলেছেন, এদেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ অনুসরণ করে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা এ দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সরকার অসহায় মানুষদের বাড়ি ঘর নির্মাণ করে দিচ্ছে।

 আজ বরিশাল নগরীর বান্দ রোডস্থ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউজের শেখ রাসেল স্মৃতি মিলনায়তনে বরিশাল সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও অসহায় পরিবারের মাঝে ঢেউটিন ও আর্থিক চেক বিতরণকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকলে দেশের মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হয়, দেশ এগিয়ে যায়। প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। শহরের সকল সুবিধাও পৌঁছে যাবে গ্রামে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় দেশ এগিয়ে চলেছে। তিনি বেঁচে থাকতে একটা মানুষও না খেয়ে থাকবে না।

 এসময়, বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নের বিসমিল্লাহ চর কান্দা জামে মসজিদ, চরবাড়িয়া ইউনিয়নের ভূইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, চরকাউয়া ইউনিয়নের তালুকদার জামে মসজিদ, চন্দ্রমোহন ইউনিয়নের মধ্য চন্দ্রমোহন জামে মসজিদ, উত্তর চন্দ্রমোহন জামে মসজিদ, চাঁদপুরা ইউনিয়নের রাধা গোবিন্দ মন্দির, রায়পুরা বুনিয়াদি স্কুল সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, চাঁদপুরা ইউনিয়নের দক্ষিণ দুর্গাপুর দুর্গামন্দির, চরমোনাই ইউনিয়নের জাবেদ আলী ইনস্টিটিউশন, চন্দ্রমোহন ইউনিয়নের নবদিগন্ত পাঠাগার ও যুব সংঘ ক্লাব, চরবাড়িয়া ইউনিয়নের হামিদা বেগম, সোহাগ হাওলাদার, চাঁদপুরা ইউনিয়নের রশিদ মোল্লা, মবির হোসেন হাওলাদার, মোঃ মন্নান হাওলাদার, চরকাউয়া ইউনিয়নের রহিমা বেগম, মেঘা, টুঙ্গিবাড়ীয়া ইউনিয়নের মোঃ রিপন আকন, বিসিসি'র ১৫ নং ওয়ার্ডের হামেদ সিকদার এবং ১১ নং ওয়ার্ডের মেজবাহ উদ্দিন জাকিরকে ঢেউটিন ও চেক বিতরণ করেন প্রতিমন্ত্রী। সর্বমোট দুইশ বান ঢেউটিন বরিশাল সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হবে।

 বরিশাল সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ বরিশাল মহানগর শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ্ব মাহমুদুল হক খান মামুন, বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান মধুসহ বরিশাল জেলা মহানগর আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/রাহাত/মোশারফ/শামীম/২০২২/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪০৩৬

**বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না**

 **-- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্র্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বাংলাদেশ সৃষ্টির ৫১ বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছর এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাড়ে আঠারো বছরে বাংলাদেশের শক্তিশালী ভিত তৈরি হয়েছে। একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও তাদের দোসরদের অশুভ তৎপরতা না থাকলে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আরো বহুগুণ হতো। তিনি মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তানসহ স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তির নতুন প্রজন্মকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য চলমান ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সফল করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা মহাজোট আয়োজিত ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে মুক্তিযোদ্ধা এবং সন্তান ও প্রজন্মের করণীয়’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা মহাজোট’র চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনিরুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল (অব.) অধ্যাপক ডা. মোঃ নাসির উদ্দিন এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা মহাজোট’র মহাসচিব ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সালাউদ্দিন আহমেদ সালু বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন সংগঠনের ভাইস চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মোঃ বেলায়েত হোসেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তাফা জব্বার বলেন, নতুন প্রজন্মকে বুঝতে হবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আদর্শ এবং আদর্শ বাস্তবায়নের যে প্রচেষ্টা সেটি কী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় সিক্রেট ডকুমেন্টসহ বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং এর প্রতিষ্ঠাতা বিষয়ে বিপুল তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যেখানে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত তথ্য ওঠে এসেছে । বাঙালি জাতি দ্বিজাতি তত্ত্বে থাকলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। বঙ্গবন্ধু ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের ভিত্তি থেকে বাংলাদেশ গঠনের চিন্তা করেন। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ নানা ধর্মের মানুষ যারা এই ভূখণ্ডে বসবাস করে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করে কিন্তু ধর্মকে নিয়ে রাষ্ট্রসত্তাকে বিভাজন করে না।

মন্ত্রী বলেন, একাত্তরের যুদ্ধে জাতির বিরুদ্ধে কারা কাজ করেছে তারা সকলের চেনা। পঁচাত্তরের পর অশুভ শক্তি বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে পাকিস্তান বানানোর অপতৎপরতা চালিয়েছে। জাতির সৌভাগ্য শেখ হাসিনা পঁচাত্তর পরবর্তী নানা নির্যাতন, দুর্ভোগ অতিক্রম করে যে লড়াই করেছেন, তাঁর সে লড়াই ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনে পৌঁছে যায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘ সাড়ে আঠার বছরের অর্জনকে অনন্য সাধারণ হিসেবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান আজ দেউলিয়া হওয়ার পথে আর বাংলাদেশ আজ মাথা উঁচু করে উন্নত জাতি হওয়ার পথে। ডিজিটাইজেশনের হাত ধরে বাংলাদেশ অতীতের শত বছরের পশ্চাৎদতা অতিক্রম করে শিল্প যুগে প্রবেশ করেছে । কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক উন্নত দেশের চেয়েও ভালো করেছে বলে তিনি এ সময় উল্লেখ করেন।

#

শেফায়েত/রাহাত/মোশারফ/লিখন/২০২২/১৮৫৯ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৩৫

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

**ঢাকা,** ২২ আশ্বিন (৭ অক্টোবর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৯১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১০ শতাংশ। এ সময় ৪ হাজার ৯১২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ৫ জন মৃত্যুবরণ করেছেন । এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৮০ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৬৮ হাজার ৬৫৪ জন।

#

কবীর/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২২/১৭০২ ঘণ্টা